সিড্‌নীতে প্রথম আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে দিকদিশারী ভাষণ

খলিফাতুল মসীহ্ রাবে
হযরত মীর্যা তাহের আহমদ (আইঃ)

প্রকাশনায়: বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, ঢাকা।

প্রকাশক :

মজহারুল হক,
সেক্রেটারী, ইসলাহ ও ইরশাদ
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা

১ম সংস্করণ : ১০০০

মুদ্রণে :
আল-হাজ্জ মোঃ আবদুস সালাম
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরে আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পবিত্র অনুষ্ঠান উপলক্ষে

খলিফাতুল মসীহ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)

কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ

[জামাত আহ্‌মদীয়ার ইমাম, সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) দুরপ্রচোর চারিটি দেশে তাঁহার ঐতিহাসিক দ্বীনি ও রুহানী সফর কালে ৩০ শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ইং অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নী শহরে আহমদীয়া মুসলিম মসজিদ ও ইসলাম-প্রচার-কেন্দ্রের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠান উপলক্ষে হুজুর (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত যুগান্তরকারী দিক-নির্দেশক ভাষণটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল। উল্লেখ্য যে, এই মসজিদ ও প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনে বিশ্বের সকল মহাদেশই জামাত আহমদীয়া কর্তৃক বিশ্বব্যাপী মসজিদ ও প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পরিচালিত ইসলাম প্রচার-কার্যের আওতাভুক্ত হইল। - প্রকাশক ঃ]

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم -
ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين ٥
فيه ايت بينت مقام ابرهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج
البيت من استطاع اليه سبيلا ط ومن كفر فان الله غنى عن العلمين ٥
(ال عمران—ايت ٩٧-٩٨)

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য মাবুদ নাই। তিনি এক এবং তাঁহার কোন শরীক নাই এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে মোহাম্মদ (সাঃ) নিশ্চয়ই তাঁহার বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ। অতঃপর আমি অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। অসীম দাতা ও বারবার রহমকারী আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি।"

"নিশ্চয়ই মানবের জন্য যে প্রথম ঘরটি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত, যাহা বরকতময় এবং এক হেদায়াত সকল জাতির জন্য।

ইহাতে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রহিয়াছে। ইহা ইব্রাহীমের স্থান। এবং যে কেহ ইহাতে প্রবেশ করে নিরাপদ হয়। এবং আল্লাহর জন্য সেই গৃহের হজ্ব ফরজ, যাহার সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে; কিন্তু যে কেহ কুফর করে সে যেন স্মরণ রাখে নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বস্তু হইতে বেপরোয়া।" (সুরা আলে-ইমরান : ৯৭-৯৮)

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে, প্রথম আহ্‌মদীয়া মুসলিম মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ইতিহাসে ইহা আরেকটি বিরাট ও স্মরণীয় পদক্ষেপ। আজ আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রশংসায় ভরপুর ও উৎফুল্ল এবং তাঁহার ফজল ও রহমতের গুণগান করিতেছে।

নিঃসন্দেহে অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাসেও ইহা এক বিরাট অবিস্মরণীয় ঘটনারূপে চিহ্নিত হইবে। এক ও একমাত্র খোদার গুনগান করা যে সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র, সেই সম্প্রদায় এই বিরাট মহাদেশে এক ও একমাত্র আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই প্রথমবার গৃহ নির্মানের সুযোগ পাইল। ইহাই প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর, যাহা একমাত্র তাঁহার ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্মিতব্য গৃহের নীচে স্থাপন করা হইল। কিন্তু ইহাই শেষ ভিত্তিপ্রস্তর নয় এবং আল্লাহর এই গৃহও শেষ নির্মিতব্য গৃহ নয়। এই নগণ্য আরম্ভ হইতে, অবিরাম ধারায় এইরূপ ইবাদত-গৃহ স্থাপিত হইতে থাকিবে।

দৃশ্যতঃ আজ আমি যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছি ইহা একটি নগণ্য ব্যাপার। কিন্তু এই ভিত্তির উপর যে ইমারত নির্মিত হইতে চলিয়াছে ইহা পৃথিবীর হইলেও ইহার মালিকানা আকাশে রহিয়াছে। ইহার মিনার হইতে প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহ্‌র তৌহীদ ও মোহাম্মদ (সা:)-এর প্রেরিতত্ব ঘোষিত হইতে থাকিবে। বর্তমান বস্তুবাদী যুগের মানব-মানবীকে এই মিনারগুলি প্রতিদিন পাঁচবার স্মরণ করাইয়া দিবে যে, সত্যিকার উন্নতি বস্তু-তান্ত্রিকতার দ্বারা অর্জিত হয় না বরং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার দ্বারা হইয়া থাকে।

যখন আমরা এখানে নির্মানকাজে হাত দিতেছি তখন ধ্বংসের কথা যেন ভুলে না যাই। কেননা এই দুইটি ধারা অবিভাজ্য। যেখানে নির্মান শেষ হইয়া যায় সেখানে ধ্বংস আরম্ভ হয়। সময়ের অপ্রতিরোধ্য হস্তকে কিছুই এবং কেহই ঠেকাইতে পারেনা এবং তাহার চরম উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিতে পারেনা।

كل من عليها فان ٥ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ٥

(الرحمن ايت ٢٧-٢٨)

"ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে এবং গৌরব ও সম্মানের অধিপতি একমাত্র রব্বের চেহারা চিরবিরাজমান থাকিবে।" (সুরা আর-রাহমান : ২৭-২৮)

কিন্তু এই শারীরিক ধ্বংস হইতেও যাহা অধিকতর ভয়াবহ, তাহা হইল সেই প্রক্রিয়া-ধারা যাহা যুগের প্রেরণা ও আত্মাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। যদিও এক কালের বিরাট সভ্যতাসমূহের আভাস মাত্র আমরা তাহাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে পাইতে পারি, তথাপি তাহাদের চিন্তাধারা এবং তাহাদের আদর্শ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

উদাহরণ স্বরূপ, ফেরআউনের পিরামিডগুলিকে ধরুন। কতকগুলি বালুকার নীচে চাপা পড়িয়াছে, কতকগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে আবার কতকগুলি এখনও উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তাহাদের দর্শন ও আদর্শ সম্বন্ধে কি আমরা একই কথা বলিতে পারি ?

এই দুনিয়ায় কি আজ একটি লোকও আছে, যে ফেরআউনের ভাবধারার অনুসারী ?! না ! তাহাদের বিনাশ পূর্ণাঙ্গীণ এবং চরম, তিলমাত্রও অবশিষ্ট নাই।

মিশরের সুরম্য স্মৃতিসৌধগুলির মোকাবিলায় অমসৃণ প্রস্তরের তৈরী কৌশলহীন ডিজাইনের একটি ইমারতের কাহিনী আছে। ছয় হাজার বৎসরাধিক পূর্বের প্রাচীনতম গৃহটির কথা আমি বলিতেছি, যাহা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মিত হইয়াছিল। এই অনন্য ঘটনা সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন বলে :

ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين ۝
فيه ايت بينت مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا

"নিশ্চয়ই মানবের জন্য যে প্রথম ঘরটি স্থাপিত হইয়াছিল তাহা বাক্কায় (তথা মক্কায়) অবস্থিত, যাহা বরকতময় এবং এক হেদায়াত সকল জাতির জন্য। ইহাতে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রহিয়াছে। ইহা ইব্রাহীমের স্থান এবং যে কেহ ইহাতে প্রবেশ করে, নিরাপদ হয়।"

পৃথিবীর সুরম্য স্মৃতিসৌধগুলির তুলনায় এই গৃহের সূচনা ভিন্নভাবে হইয়াছিল। ইহার জন্য কোন রাজকোষের অর্থ বেহিসেবীভাবে খরচ হয় নাই। কোন স্থপতিকে ইহার ডিজাইনের পরিকল্পনা করিতে হয় নাই। কোন বিশেষজ্ঞ ইহার নির্মান কাজ তদারক করেন নাই। ইহার নির্মানের জন্য ক্রীতদাসের দলকে জোরপূর্বক মজুর খাটানো হয় নাই। এই প্রথম খোদার গৃহের আরম্ভ বিনম্রভাবে হইয়াছিল। এমনকি পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনাটি সম্পর্কে ইশারা পর্যন্ত নাই। কেবল কুরআন ইহা স্থাপনার কথা বর্ণনা করে।

এই গৃহটিও ধ্বংসমুখে পতিত হয়। ইহাও ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু স্বর্গীয় বিধান বাধ সাধিল, ইহাকে ইহার মূল ভিত্তির উপর পুনঃ নির্মানের জন্য এক মহান নবী ইব্রাহীমকে ভার দেওয়া হইল :

واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا تقبل منا ط انك
انت السميع العليم ۝

"ঐ দিনের কথা স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল ঐ গৃহের ভিত্তি দাঁড় করিল। নির্মানকাজ করিতে থাকা কালে তাহারা দো'য়া করিতে লাগিল এই বলিয়া যে, হে আমাদের রব্ব, তুমি আমাদের নিকট হইতে ইহা কবুল কর।' (সূরা আল-বাকারাহ্ : ১২৮)

এইভাবে আল্লাহ তাঁহার ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্মিত এই প্রথম গৃহটিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিলেন। পুরানো ভিত্তির উপর পুনঃ নির্মানের সময় সমাগত হইয়াছিল। যে রাজমিস্ত্রি ও শ্রমিক এই কাজের জন্য আল্লাহ্ মনোনীত করিলেন, স্থাপত্য-কলার সহিত তাহাদের দূরতম সম্পর্কও ছিল না। ঐ রাজমিস্ত্রি ইব্রাহীম ব্যতীত অন্য কেহ নহেন, তিনি আল্লাহ্র সম্মানিত নবী ছিলেন। আর তাঁহার সাথে শ্রমিক ছিলেন তাঁহার কিশোর পুত্র

ইসমাইল, যিনি বয়সের দিক দিয়া বর্তমান যুগের নিয়মে শ্রমের কাজে নিয়োজিত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন না। ইহা ছিল একটি গৃহের পুনঃনির্মান যাহা জগতে উচ্চ-মর্যাদা ও মহাসম্মানের আসন অধিকার করিতে যাইতেছিল এবং আল্লাহর সহিত কথোপকথন যাহার অধিবাসীগণের জন্য নির্ধারিত ছিল। এই গৃহ বিশ্ববাসী সকলের প্রতি এক সার্বজনীন আমন্ত্রণ স্বরূপ। ইহা বজ্র-কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে, "হে উচ্চ মর্যাদা অন্বেষণকারীগণ এবং আধ্যাত্মিক শৃংগসমূহে আরোহণকারীগণ! আসমান ও জমীনের সৃষ্টিকারী রব্বের সহিত বাক্যালাপ করিবার যোগ্য উচ্চতায় যদি তোমরা পৌঁছিতে চাও তাহা হইলে দ্রুত গতিতে এইখানে আস। এইখানে আসিলে তোমরা সেই আধ্যাত্মিক সিঁড়ির নাগাল পাইবে যাহা তোমাদিগকে তোমাদের প্রভুর কাছে পৌঁছাইয়া দিবে। এই ঘটনাবলীকে যখন এই প্রেক্ষিতে আমরা পুনর্মূল্যায়ন করি তখনই আমরা বুঝিতে পারি, কেন একজন নবী ও তাঁহার পুত্রকে কা'বার পুনঃনির্মানের কাজে নিয়োজিত করা হইয়াছিল।

খোদার গৃহের এই দৈহিক পুনঃনির্মানের কাজ একটি সঙ্কেত মাত্র; ইহাতে এক মহান আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা নিহিত রহিয়াছে। বাহ্যিক নির্মানই আসল উদ্দেশ্য ছিল না বরং অন্তরে আধ্যাত্মিক সৌধ নির্মানই ছিল ইহার মূল উদ্দেশ্য। আর এই কারণেই আল্লাহ তাঁহার আপন প্রজ্ঞায়, ইব্রাহীম ও তাহার পুত্রকে নিযুক্ত করেন, যাহাতে নির্মাণোদ্দেশ্য ও নির্মান-শিল্পীদের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বজায় থাকে। কি ঈর্ষা-উদ্দীপক এই অনন্য কাজের জন্য নিয়োগপ্রাপ্তি। এই কাজের জন্য এর চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত নির্মানকারী পাওয়াই সম্ভব ছিল না।

ঐ বিনম্রগৃহ যাহা ইব্রাহীম ও তৎপুত্র ইসমাইল এই দুইজনের দ্বারা নির্মিত হইল তাহা অবিরশ্বর জ্যোতিঃতে দণ্ডায়মান আছে। ঐ গৃহটিই আল্লাহর কোটি কোটি ইবাদতকারীগণের প্রাণপ্রিয় কেন্দ্ররূপে আজও সগৌরবে বিরাজ করিতেছে।

এই দুইটি নির্মান কাজের মধ্যে তুলনায় আমরা কি শিক্ষালাভ করি? কোন্ বস্তু পর্ণ কুটীরে রূহ সঞ্চার করে আর আড়ম্বরপূর্ণ বিরাট স্মৃতিসৌধগুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে? একটির দর্শন আজও জীবন্ত ও সচল আর অপরটির কোনও চিহ্ন বিদ্যমান নাই! একটি কেমন করিয়া ধ্বংসকে জয় করিয়াছে আর অপরটি বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়াছে!

নির্মান-বিষয়ে আরেকটি বড় নির্মানকার্য্য উল্লেখ করিতে চাই। এই বিরাট নির্মান কর্ম এক সম্রাটের আদেশে সম্পাদিত হইয়াছিল। সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করা, তাঁহাকে পরাজিত করা এবং বিশ্বাসীগণকে হেয় করা। কোরআনে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে :—

وقال فرعون يا ايها الملاء ما علمت لكم من اله غيرى فاوقد لى
يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى اطلع الى اله موسى وانى
لاظنه من الكذبين ٥

'ফেরআউন বলিল, হে অমাত্যবর্গ, তোমাদের খোদা হিসাবে আমি আছি, এছাড়া

আমিত অন্য কাহাকেও জানিনা। অতএব তোমরা পোড়ামাটির ইট তৈরী কর। হে হামান, আমার জন্য একটি সুউচ্চ মিনার তৈরী কর, যাহাতে উহার উপরে উঠিয়া আমি মুসার খোদাকে এক নজর দেখিতে পারি, কেননা আমি মনে করি, মুসা মিথ্যাবাদী।'

(আল-কাসাস—৩৯)।

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি তিনহাজার তিনশত বৎসর পূর্বেকার একটি ঘটনাই শুধু বর্ণনা করে নাই বরং ইহা একজন বস্তুবাদ-সর্বস্ব মানুষের মনের ছবি আঁকিয়াছে, যে স্বকীয় হঠকারিতায় মনে করিয়াছিল, সে মানুষের সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নয়, আরো মনে করিয়াছিল, সে দৃষ্ট ও অ-দৃষ্ট সব কিছুরই পূর্ণ জ্ঞান রাখে। আমাদের সময়েও এই ধরণের হঠকারিতা প্রদর্শন করিয়া, এক বৃহৎ শক্তির একজন নভোচারী সাধারণ নভোমণ্ডলে বিচরণ করতঃ উচ্ছাস-মত্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমি মহাকাশে ঘুরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, কোথায়ও খোদার চিহ্ন পর্যান্ত দেখলাম না।" এই হিসাবে, বিগত দিনের সুউচ্চ মিনারার মত আজিকার দিনের ক্ষেপনাস্ত্রগুলি জাঁকজমকের মায়াজালে মানবকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বিগত দিনের গর্বস্ফীতদের আত্মম্ভরীতা ও গৌরবাদি যেমন অসার ও ক্ষণস্থায়ী ছিল, তেমনি বর্তমান কালের এই গর্ব ও আত্মম্ভরীতাও অসার ও ক্ষণস্থায়ী। এই প্রাসাদের কথা উল্লেখ করিয়া পবিত্র কোরআন ইহাই পরিষ্কারভাবে বুঝাইতে চায় যে বস্তুতান্ত্রিক মানসিকতা সর্বকালেই ধর্মের বিরোধিতা করিয়াছে এবং ধর্ম্মকে তারা কেবল বস্তুবাদী পদ্ধতির দ্বারা বিচার করার উপর জোর দিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মের ইতিহাস এই চিরন্তন শিক্ষাও দেয় যে, বস্তুবাদিতার পরিণাম অবশেষে ব্যর্থতা ও পরাজয়। মিশরের ফেরআউন যে নিজেকে ছাড়া অন্য কাহাকেও খোদা স্বীকার করিত না, দরিদ্র ও একাকী মুসা (আঃ) কিরূপে তাহার উপর বিজয় লাভ করিলেন, তাহা কোন দর্শন বলিতে পারে না। মুসাই বা অতি সাধারণ পিতামাতার সন্তান হইয়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেমন করিয়া ভাবিতে পারিতেন যে তিনি মহাপ্রতাপশালী ফেরআউনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন?! ফেরআউন মিনফাত্তাহ যে মিনার মুসার আল্লাহকে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তৈরী করিয়াছিল, তাহার চিহ্নটুকু পর্যান্ত আজ নাই। অন্যদিকে মিনফাত্তাহর পনর পুরুষ পূর্বেকার নির্মিত গৃহ আজও দাঁড়াইয়া আছে এবং ইহা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু যে মিনার স্বর্গের খোদাকে আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বে-আদবী ও গর্বের সহিত নির্ম্মান করা হইয়াছিল উহা এখন নিশ্চিহ্ন ভাবে অনুপস্থিত; ইহা ধরার ধূলায় এমনিভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, যেন কখনও নির্ম্মিতই হয় নাই!! কোন্ স্থানে, এবং কখন এই বিল্‌ডিং নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইহার উচ্চতা কত ছিল ও কখন ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল—এই সব কথা বাদ দিলেও একটি কথা মনে দাগ না কাটিয়া পারেনা। সেটা এই যে এমন প্রতাপশালী এক সম্রাট সমস্ত পার্থিব শক্তির অধিকারী হইয়াও আল্লাহর এক বিনম্র বান্দার কাছে শোচনীয় পরাজয় বরণ করিল! সে যে সভ্যতার প্রতীক ছিল, সেই সভ্যতাও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। তাহার কৃষ্টি অতীতের

কাহিনীতে পরিণত হইল। তাহার ঔদ্ধত্য ভূলুণ্ঠিত হইল এবং তাহার 'খোদায়ী' দাবী এমনি পদ দলিত হইল যে সারা বিশ্বজগতে এমন একটি ব্যক্তিও নাই, যে নিজেকে তাহার সহিত দুরতম সম্পর্ক ও সম্পর্কিত মনে করে; তাহার 'খোদায়ী' দাবী স্বীকার করা ত দুরের কথা। কিন্তু, আল্লাহর বান্দা মুসা আজও জীবিত। তিনি ত অত্যন্ত বিনীত ছিলেন। তথাপি এত উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হইলেন যে, ফেরআউনের দুরতম কল্পনাও তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। মুসা (আঃ)-এর দাবীকে পৃথিবীর তিনটি বৃহত্তম ধর্ম্ম স্বীকৃতি দান করিতেছে। তিনটি ধর্ম্মের লোকেরা তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত স্মরণ করে। সময় যতই যাইবে তাঁহার মর্যাদা, হ্রাস পাওয়াত দুরের কথা, ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিলাভ করিতে ও সম্প্রসারিত হইতে থাকিবে।

এই ঐতিহাসিক সত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই, পবিত্র কোরআন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করিয়া আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে পেঁছাইয়া দেয় যে আধ্যাত্মিক মূল্যের তুলনায় বস্তু-সর্বস্ব মূল্যের কোন স্থিতি নাই। বস্তুতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অবান্তর ও ক্ষণস্থায়ী এবং এইগুলির কিছুই না—ছায়ামাত্র। এখন আমরা আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত সেই প্রথম গৃহে ফিরিয়া আসি। এই সাধারণ ও সাদামাটা দালানটিও অন্যান্য দুনিয়াদারদের দালানের মতই সময়ের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ইহাও ভগ্নাবশেষের উপর পুনঃনির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা সত্বেও এই দুইয়ের মাঝে একট সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। দুনিয়াদারীর উদ্দেশ্যে নির্মিত দালানাদির মধ্যে একটিও এমন পাওয়া যাইবেনা যাহা স্বকীয় সত্তার দিক দিয়া জীবিত আছে। পিরামিডগুলি প্রাণহীন মৃত দেহাবশেষ রূপে পড়িয়া আছে; সে যুগের আত্মা এইগুলি হইতে পলায়ন করিয়াছে। মমিগুলির মত এইগুলিও প্রাণহীন। এইগুলি পরিত্যক্ত পাখীর বাসা, যার বাসীন্দারা দুরে উড়িয়া গিয়াছে। পিরামিডের সহিত সংশ্লিষ্ট ফেরাউনদের উদ্দেশ্য ও আদর্শগুলিও আজ মৃত ও অচল। কে আছে আজ যে ফেরাউনদের সাথে সম্পর্কিত হইতে পছন্দ করিবে? কেইবা তাহাদের জন্য মৃত্যু বরণ করিবে?

কিন্তু কা'বার পুনর্নির্ম্মাতা ইব্রাহীমের দিকে তাকাইয়া দেখুন। যে দৈহিক কাঠামোতে তিনি নিজ পুণ্য হস্তে ইহা পুনঃনির্ম্মান করিয়াছিলেন, তাহা আজও অপরিবর্তিত ও সুরক্ষিত, শুধু তাহাই নয়, বরং দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতায়—সবদিকে বাড়িয়াছে। ইহা জীবিত, বরং ইহার জীবন-স্পন্দন পুর্বের চেয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্য ও আদর্শ যাহা ইহার নির্মানকার্যে প্রেরণা জাগাইয়াছিল, আজও জীবিত। মুসা (আঃ)-এর অনুসারীরা আজ ইব্রাহীমের (আঃ) অনুসারী, যীশু খৃষ্টের (আঃ) অনুসারীরাও আজ ইব্রাহীমের (আঃ) অনুসারী বলিয়া দাবী করেন। আর ইহাদের তুলনায়, মহা নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারীরা অধিকতর গৌরব ও আনন্দ ভরে নিজেদেরকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি আরোপিত করিয়া প্রশান্তি লাভ করে। দৈনিক পাঁচবার বিপুল সংখ্যক নর-নারী চির বর্ধিতহারে কা'বার দিকে মুখ

করিয়া নামাজ আদায় করে। কা'বার মিনারগুলি হইতে উত্থিত যে আজান-ধ্বনি একদা ইহার সংলগ্ন আশে-পাশে মাত্র শোনা যাইত এখন ইহা হজ্জের দিনগুলিতে বহু দূরদূরান্তে শোনা যায়। ইহা আজ পৃথিবীর কোনায় কোনায় দূর কিনারায় অবস্থিত গ্রামে-গঞ্জের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়া যায়। লক্ষ লক্ষ বান্দা যাঁহারা বিশ্বের সকল স্থান হইতে আসিয়া এখানে সমবেত হন, তাঁহারা এই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলিয়া উঠেন,

لبيك اللهم لبيك — لا شريك لك لبيك. لك الحمد والنعمة لك
لبيك

"হে আমাদের আল্লাহ! আমরা তোমার খেদমতে হাজির আছি; হ্যাঁ, আমরা এখানে উপস্থিত আছি। তুমি অংশীদার বিহীন, তোমার খেদমতে আমরা হাজির। সকল প্রশংসা তোমারই, আর সকল বরকতও তোমার নিকট হইতে আসে। আমরা তোমার খেদমতে এখানে হাজির।"

ইহার মোকাবিলায় ফেরাউনের স্বর চিরকালের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এবং যে স্বর অহংকারের সহিত ঘোষণা করিয়াছিল, "হে হামান! আমার জন্য ইট পোড়াও এবং সু-উচ্চ মিনার তৈরী কর, যাহার উচ্চতায় চড়িয়া মূসার খোদার দিকে এক নজর তাকাইয়া দেখিতে পারি। কেননা, আমার ধারণা সে মিথ্যাবাদী।"

অতএব, এই কথা বলিলে অতিরঞ্জন হইবেনা যে, আমরা যে গৃহের ভিত্তি স্থাপনের জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি, ইহা মর্যাদায়, পৃথিবীর সর্বোচ্চ মানব-নির্মিত চূড়া হইতেও অধিকতর উচ্চ। পার্থিব বাসনায় নির্মিত সর্বোচ্চ মিনারের সু-উচ্চ চূড়াও এই খোদার ঘরের মেঝে নাগাল পায়না। হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গ ইহার কাছে নীচু মনে হয়। ইহা অতিশয়োক্তি নয়। ধর্মীয় ভাষায়, এই কথার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অনেক গভীর। একথা কেবল অনুমান নয়। ইহা সদিচ্ছার কল্পিত কাহিনীও নয়। ইহা একটি মর্যাদাপূর্ণ বিবৃতি। এই বিবৃতি চির-সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঐতিহাসিক সত্যের দ্বারা সমর্থিত।

আমার ভাষণের প্রথম দিকে আমি একটি কথা বলিয়াছিলাম, যাহা অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীর কাছে অদ্ভুত মনে হইতে পারে। আমি বলিয়াছিলাম, আজিকার দিনটি শুধু আহমদীয়া জামাতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন নয় বরং অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাসেও ইহা একটা অর্থবহ দিন। একজন সাধারণ শ্রোতার কাছে কথাটা গুরুত্ব নাও পাইতে পারে, কেননা ইহাই অষ্ট্রেলিয়ায় নির্মিত প্রথম মসজিদ নয়। এছাড়াও, অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা মসজিদের ব্যাপারে, তা বড় মসজিদই হউক আর ছোট মসজিদই হউক, তেমন গুরুত্ব দেয় না। তাহারা এই সাধারণ ঘটনাবলীকে মোটেই গুরুত্ব দেন না এবং অদূর ভবিষ্যতেও হয়ত দিবেন না। তাহা সত্ত্বেও, এই মসজিদের এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে ? যাহার জন্য ইহাকে অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিলাম।

এমন একটা উক্তির জন্য আমার কাছে ব্যাখ্যা দাবী করিতে পারেন এবং ইহা আমার কর্তব্য যে ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করি। ব্যাখ্যা আরম্ভ করার পূর্বে আমি এমন একটি কথা বলিতে চাই, যাহা আপনাদেরকে আরো আশ্চর্য্যান্বিত করিবে। আপনারা হয়ত জানেনইনা যে, যে আহমদীয়া জামাত এই মসজিদের নির্ম্মান কার্য হাতে নিয়াছেন, সেই জামাতকে মুসলমানদের অধিকাংশ ফের্কা মুসলমান বলিয়াই স্বীকার করেন না। যে পাকিস্তানে এই জামাতের কেন্দ্রীয় অফিসাদি রহিয়াছে, সেই পাকিস্তানে এই জামাতকে ১৯৭৪ সন হইতে অমুসলিম বলা হইয়াছে। এই তথ্য প্রকাশের পর, এই মসজিদ নির্ম্মানের কাজ আরো গুরুত্বহীন ও অপ্রয়োজনীয় মনে হইবে। একজন কপর্দ্দকহীন নাম-না-জানা দরিদ্র ব্যক্তির একটা পর্ণ কুটীর যেমন ব্যাষ্টি-জগতে কোনও গুরুত্ব বহন করেনা, তেমনি যে সম্প্রদায় স্বধর্ম্মাবলম্বীদের দ্বারা বহিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সম্প্রদায়ের নির্মিত একটা মসজিদ দৃশ্যতঃই জাতিগণের নিকট গুরুত্বহীন মনে হইবে। প্রকৃতপক্ষে ইহা সেই সম্প্রদায়, যাহারা নিজেদের ধর্ম্মের নামকরণ করার মৌলিক অধিকার হইতেও বঞ্চিত। যতই আশ্চর্য ঠেকুক না কেন সত্য কথা ইহাই যে, যে সম্প্রদায় জান, মাল, সময় ও আত্মমর্য্যাদা কোরবানী করিয়া বিশ্বব্যাপী ইসলামের উন্নতি ও মর্য্যাদা-বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত রহিয়াছে, সেই জামাত বা সম্প্রদায়কেই আজিকার সংখ্যা-গরিষ্ঠ মুসলমানরা অস্বীকার ও নিন্দা করিতেছে। তাহা সত্বেও এই জামাতের প্রধান ইহা ঘোষনা করা উচিত বলিয়া মনে করিতেছেন যে আজিকার দিনে তাহার দ্বারা এক মসজিদের ভিত্তি স্থাপন অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে এক নব-অধ্যায় সুচনাকারী ঘটনা! তাহা কিরূপে এবং কেন? এই ধাঁধাঁ সমাধান কল্পে এই সম্প্রদায়ের কিছু পরিচিতি দিয়া, এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করি। ইসলামের অন্তর্গত যত ফের্কা বা সম্প্রদায় আছে, তাহাদের মধ্যে আহমদীয়া জামাতই একমাত্র সম্প্রদায়, যাহার প্রতিষ্ঠাতা এই দাবী করেন যে এই যুগের বাণীবাহক রূপে আল্লাহ তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি দাবী করেন যে তিনি নিশ্চয়ই মসীহ ও মাহ্দী (স্বর্গীয়ভাবে হেদায়েৎপ্রাপ্ত), যাহার আগমনের ভবিষ্যদ্বানী ইসলাম-প্রবর্তক মহানবী (সাঃ) স্বয়ং করিয়া গিয়াছেন। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিলেন যে, শেষ যুগে (আখেরী জামানায়) মুসলমানদের দুর্গতি দুরীকরণের জন্য 'মাহদীর' আগমন হইবে। তিনি আসিয়া ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট অনাচার ও ভ্রান্তিসমূহ দুরীভূত করিয়া তাহার মধ্যে পুনরায় নূতন উদ্দীপনা ও নূতন মর্য্যাদা-বোধ জাগাইয়া, ইহাকে কর্মমুখর ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবেন। ভবিষ্যদ্বানীতে তাঁহার জন্য এই কাজও নির্দ্ধারিত ছিল যে, অন্যান্য ধর্ম্মের উপর ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় ও প্রাধান্য বিস্তারের জন্য তিনি আসিয়া বিশ্বব্যাপী এক শান্তিপূর্ণ, আধ্যাত্মিক জেহাদের (বিপ্লবের) সূচনা করিবেন। আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) ইহাও দাবী করেন যে ভবিষ্যদ্বানীতে মাহদী ও মাসীহর নামোল্লেখ রূপক বর্ণনা মাত্র। তিনি বলিয়াছেন,

মাহদী ও মসীহ পদসমূহ দ্বারা দুই পৃথক ব্যক্তিকে বুঝায় না বরং একজন ব্যক্তিকেই এই দুই পদের অধিকারী বুঝায়। তিনি দাবী করেন যে, মরিয়ম পুত্র ঈসা আক্ষরিক অর্থে 'খোদার পুত্র' ছিলেন না। বরং 'খোদার পুত্র' কথাটা দ্বারা 'খোদার প্রিয়পাত্র' বুঝায়। ঈসা মানুষের মধ্যে, মানুষেরই মত মানুষ ছিলেন। অবশ্য তিনি খোদার একজন বিশিষ্ট নবী ছিলেন এবং সেজন্য তাঁর মর্যাদাও খুবই উচ্চ ছিল। তাঁহার নবুওতের দাবীকে প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ তাঁহাকে পরিত্রাণের চিহ্নস্বরূপ ক্রুশ হইতে মুক্তিদান করেন এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁহাকে ক্রুশ হইতে নামাইয়া আনা হয়। পরবর্তীতে তিনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হইয়া উঠেন এবং সুস্থ হইবা মাত্র ইসরাইল বংশের হারানো মেষগুলির সন্ধানে জেরুজালেমের পূর্বদিকে দেশান্তরে বাহির হইয়া যান। কিন্তু তিনিত মানুষ ছিলেন, অতএব তিনি মৃত্যুর উর্দ্ধে ছিলেন না, অন্যান্য নবীগণের ন্যায়, তিনিও নিজ কর্তব্য সম্পাদনের পর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে 'মসীহের দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বানী' রূপক বর্ণনা মাত্র। প্রতিশ্রুত সংস্কারককে এইভাবে রূপক হিসাবে 'মসীহ' বলা হইয়াছে যেভাবে বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে (ইয়াহিয়াকে) ইলিয়াস নবী বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেইরূপ, আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা দাবী করিয়াছেন যে, রূপক ভাবে তিনিই সেই মসীহ ও মাহদী যাহার আগমনে আখেরী জমানায় ইসলামের পুনর্জাগরণ ও ধর্ম হিসাবে ইহার বিশ্ব-বিজয় লাভ হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অধিকাংশ মুসলমান এই দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্রে এই সম্প্রদায়কে "মুসলমান নহে" ঘোষণা করা হইয়াছে। খোদার দৃষ্টিতে কে সত্যসত্যই মুসলমান আর কে নামমাত্র মুসলমান এই কথা বাদ দিলেও, এই বিষয়টিত অস্বীকার করার উপায় নাই যে, মুসলমানদের মধ্যে আহমদীয়া সম্প্রদায়ই একমাত্র জামাত যাহা খোদার আদেশের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করে। সকল বৈরীতা, সকল অত্যাচার ও নির্যাতন অতিক্রম করিয়া ইহা শেষ পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ও কার্যকরী প্রচার-সংগঠন হিসাবে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

অন্যদিকে, অপর সকল মুসলমান সম্প্রদায়গুলি একটি শুভদিনের অপেক্ষায় আছে, যে দিনটি সুদূর ভবিষ্যতের ঝাপসা কুয়াশার অন্তরালে লুক্কায়িত আছে, যে শুভদিনটিতে একজন জরাজীর্ণ অতি-বৃদ্ধ মসীহ আকাশ হইতে দুই ফেরেস্তার কাঁধে বাহুদ্বয় রাখিয়া স্বয়ং সশরীরে নামিয়া আসিবেন। এরপর হইতে মসীহ ও মাহদী ইসলামের রাজত্ব সারা বিশ্বে কায়েম করার জন্য একযোগে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন, আর বাদশাহাতসমূহের চাবিগুলি একটি রৌপ্য পাত্রে মুসলমানদের হাতে তুলিয়া দিবেন। ইহাত ভবিষ্যতের ফাঁকা আওয়াজ এবং অলীক কল্পনা।

বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে, সারা বিশ্বে আমরাই একমাত্র সম্প্রদায়, যাহা ভবিষ্যদ্বানীতে

প্রদত্ত ইসলামের বিজয়ের বাণীকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়া, সেই অবধারিত বিজয়কে ত্বরান্বিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছি। এই সম্প্রদায় দাবী করে যে, ইসলামের বিজয়ের জন্য যে সময় নির্দ্ধারিত ছিল, সেই সময় সমুপস্থিত। আর যে বিপ্লব দ্বারা এই বিশ্ব-বিজয় সুচিত হওয়ার কথা—সেই বিপ্লবও শুরু হইয়া গিয়াছে। আমরা যদি আমাদের দাবীতে সত্য হইয়া থাকি, যদি আল্লাহতায়ালা সত্যই এই অসহায় দরিদ্র ও বন্ধুহীন সম্প্রদায়কে বিশ্বময় বিরাট পরিবর্তন সাধনের জন্য মনোনীত করিয়া থাকেন, ইসলামের বিশ্ববিজয়ের জন্য যদি আমাদিগকে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে, ধর্ম্মীয় গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতা দুরীভূত করিয়া নৈতিক পরিবর্তন আনয়নের জন্য যদি আমাদের কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও বিদ্বেষের অবসান করিয়া আত্মত্যাগ ও বিনয়ের দ্বারা মানুষে-মানুষে, মানুষে-জীবে ও মানুষে-খোদায় ভালবাসা স্থাপনের জন্য যদি আমাদের উদ্ভব হইয়া থাকে, আর এ সবই যদি সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সম্প্রদায় যেখানেই প্রথম যাইবে, তাহা দেশে হোক, মহাদেশে হোক, কিংবা দ্বীপেই হোক, এই প্রথম পদ-স্থাপন সেই এলাকার জন্য নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক ঘটনা হইবে। যদিও সমসাময়িকদের চোখে ইহা সুস্পষ্ট নয়, তথাপি ভবিষ্যতের লোকদের কাছে ইহা পরিষ্কার হইয়া বড় আকারে প্রতিভাত হইবে, এবং এলাকাবাসীর কাছে এক বিরাট পদক্ষেপ বলিয়া গণ্য হইবে। সময়ের গতি এই পদক্ষেপ ছোট করা ত দূরের কথা বরং ইহার ব্যাপকতা ও গুরুত্বকে বাড়াইয়াই দিবে। কার্যতঃ বস্তু-জগতের ও ধর্ম-জগতের ইতিহাসের মধ্যে ইহাই পার্থক্য। পার্থিব জীবনের বিজয়সমূহ সময়ের গতিতে ক্রমশঃ ম্লান হইয়া পড়ে। সময়ের দূরত্বের ফাঁকে সেগুলি সঙ্কুচিত ও ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে। কিন্তু জাতির আধ্যাত্মিক মহিমা ও মাহাত্মের ক্ষেত্রে অন্যরূপ ঘটে! যে ক্ষুদ্র ঘটনা সমসাময়িক ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়াইয়া ক্ষুদ্রত্ব ও সাধারণত্ব বরণ করিয়া লয়, তাহাই পরবর্তী-কালে বিরাট আকার ধারণ করে। সময় ইহার গুরুত্বকে না কমাইয়া বরং বাড়াইয়া দেয়। ইহা বাড়িতে থাকে, এমনকি বাড়িতে বাড়িতে অন্যান্য সকল ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উর্দ্ধে নিজের স্থান নেয়। ইহার আলোর উজ্জলতায় অন্যান্য সব আলো নিষ্প্রভ হইয়া যায়। তার পর এমন অবস্থা আসে যে এই আলোটিই মাত্র থাকিয়া যায়।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, খ্রীষ্টধর্মের প্রারম্ভিক অবস্থার কথা বলা যাইতে পারে। প্রারম্ভে অর্দ্ধেক পৃথিবীই রোম সাম্রাজ্যের প্রভাধীন ছিল। সে তুলনায়, ক্রুশে চড়ানোর ঘটনা কতইনা সামান্য ও সাধারণ ব্যাপার ছিল। সমসাময়িক ইতিহাসের কথা বাদ দিন, ক্রুশের ঘটনার চৌত্রিশ বৎসর পরের রোমীয় ইতিহাসে অথবা কোন দলিলে অথবা রেকর্ডে এই ঘটনার উল্লেখ এমন কি ইঙ্গিতও নাই। আর এখন কি দেখি? পুরাতন রোম-সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটি মাত্র ঘটনার আলো-প্রস্রবণে সবাই অবগাহণ করিতেছে। অতীতের দিকে তাকাইলে দেখা যায়, খৃষ্টধর্ম্মের আরম্ভ ঐ সময়ের জন্য সর্ববৃহৎ, সর্বোজ্জল, সর্ববৈপ্লবিক ঘটনা। একদিকে আমরা দেখি, 'সময়'—নামক বৃদ্ধ শিল্পী তাহার ব্যস্ত হাতে তুলি নিয়া পার্থিব জগতের উচ্চাঙ্গীন চিহ্নাবলীকে দুই হাজার বৎসর যাবৎ ক্রমাগত ভাবে

ম্লান ও নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিতেছে। আর অপর দিকে দেখিতে পাই, খ্রীষ্ট-জগতের চিত্রকে ইতিহাসের বড় পরদায় নূতন ও উজ্জল রং দ্বারা পুনরাঙ্কন করিতেছে।

তাই, আহমদীয়া সম্প্রদায় যদি সত্যিসত্যি সেই প্রতিশ্রুত সম্প্রদায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা সুনিশ্চিত যে আজিকার এই 'আহমদীয়া মোসলিম মিশন উদ্বোধন' অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের সমসাময়িক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া স্থান লাভ করিবে। এই দাবী মানিয়া নিতে একটি বড় "যদি" আপনাদের মনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। অবশ্য ভবিষ্যৎই বলিয়া দিবে, এই ক্ষুদ্রতম আরম্ভের শেষ পরিণাম কি হইবে! তবুও আপনাদের অনুমতি সাপেক্ষে আমি বলিতে চাই, যাহাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান আছে, আর যাহারা চিন্তাশীল তাহারা ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন না। তাহারা ক্ষুদ্র অঙ্কুরের মধ্যেই ভবিষ্যতের বিরাট বৃক্ষের চিহ্ন দেখিতে পান।

আপনারা, অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা, আপনাদের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমার বক্তব্য ভালভাবে বুঝিতে সক্ষম হইবেন। অতএব, আপনাদের ইতিহাসকে সামনে রাখিয়া আমি এই দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিব।

আমার মনে হয়, অষ্ট্রেলিয়ার ধর্ম্মীয় ও আধ্যাত্মিক আবিষ্কারের জন্য এই দিনটি চিহ্নিত হইবে! এক ভাবে দেখিতে গেলে, মহান ধর্ম্মীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের শিক্ষাদানের জন্য আমরা আপনাদিগকে পুনরাবিষ্কার করিয়াছি। এই দিনটির সহিত ঐদিনটির একটা মিল আছে যেদিন কেপটেইন জেম্‌স্ কুক্ অষ্ট্রেলিয়া পুনরাবিষ্কার করিয়াছিলেন। যদিও ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ নাবিকরা পূর্বেই আবিষ্কার-কার্য সম্পাদন করিয়াছিল, তথাপি কেপ্টেইন কুক্‌ই ইহাকে 'বৃটিশ কলোনী' বানাইবার মানসে পুনরাবিষ্কার করেন। আহমদীয়া সম্প্রদায়ও ইসলামের সপক্ষে ইহাকে পুনরাবিষ্কার করিতে চাহিতেছে—বিশ্বাস জন্মাইয়া, ভালবাসা, ন্যায় এবং শাস্ত্রের অকাট্য যুক্তি দ্বারা। যে পর্যন্ত আমরা সারা মহাদেশকে জয় করিতে না পারিব, সে পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

* ইহা আধ্যাত্মিক বিজয়ের কর্ম্মসূচী; ভৌগলিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যবাদ নয়। ইহা হৃদয় জয়ের মহান পরিকল্পনা; জোর করিয়া নতি-স্বীকার করানোর ব্যাপার নয়।
* ইহা যুক্তি এবং প্রমাণের যুদ্ধ, যাহার কোন স্তরে পুরাতন বা নূতন যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার একেবারেই নাই;
* ইহা শান্তির পবিত্রবাণী, যাহা স্বতঃই হৃদয় স্পর্শ করে।
* ইহা এক অভিনব সভ্যতার দ্বার উন্মোচন করিতে চায়, যাহা বিপদ শঙ্কুল বর্তমান যুগের সমস্যাবলীর সমাধান করিতে সক্ষম।
* ইহা এক সংগ্রাম এবং পরিকল্পনা, যাহা মানুষকে উচ্চতর মূল্যবোধে উদবুদ্ধ করিয়া মানবেতর অবস্থা হইতে মানবতার উচ্চ স্তরে উন্নীত করিবে। আর তার জন্য

আমাদিগকে করিতে হইবে আত্মত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রম, ধারণ করিতে হইবে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়।

* মানুষকে মানুষে পরিণত করার এবং মানুষের সাথে স্রষ্টার প্রাণবন্ত, কার্যকর সম্পর্ক গড়িয়া তোলার জন্য ইহা এক সুমহান পরিকল্পনা।

এখানে আমি বলিতে চাই, কোন এলাকা, কোন দেশ বা মহাদেশকে ইসলামে দীক্ষিত করার একমাত্র লক্ষ্য নিয়া আবিষ্কারের কাজে অবতীর্ণ হওয়া আহমদীয়তের কাছে কোন নূতন অভিজ্ঞতা নয়। আমরা জানি ঐসব আবিষ্কারকগণকে কি কি সমস্যাবলীর সম্মুখীন হইতে হয়, যাহারা নূতন কিছু করিবার উদ্দেশ্যে গমন করেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় বৃটিশ বসতি স্থাপনের ইতিহাস আমাদের অজানা নহে। ইহা শ্রমের, অশ্রুবিসর্জনের, ঘর্মের মর্ম-যাতনা, অত্যাচার ও উৎপীড়ণের করুণ ইতিহাস। আহমদীয়তের আধ্যাত্মিক বসতি স্থাপনের ইতিহাসও তেমনি এক বেদনার ইতিহাস। এই ইতিহাসও দুঃখ-বেদনার উদাহরণে পরিপূর্ণ। এই বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকা সত্তেও, এই দুই ইতিহাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। সাদৃশ্য থাকিলেও দুইটি ইতিহাস সম্পূর্ণ সদৃশ নয়। যখন ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে (Raipon land Regulation. World Mark Encyclopaedia of the Nations, vol 4, page 13) উত্তর ইংল্যাণ্ডের অনাহায়-ক্লিষ্ট কৃষকেরা নিষ্ঠুর কৃষি-আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইল, তখন হাজার হাজার যুবক ও বৃদ্ধকে ন্যায়বিচার ও খাদ্যের দাবী করার অপরাধে তাহাদের মাতৃভূমি হইতে উৎখাত করা হইল এবং বিনা বিচারে তাহাদিগকে অষ্ট্রেলিয়াতে নির্বাসনে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ঐ সময় 'বোটানী বে' ও 'অষ্ট্রেলিয়া' সমার্থক শব্দে পরিণত হইয়াছিল। এই সব নিগৃহীত গরীব লোকজনকে জোর করিয়া কষ্ট দিয়া 'বোটানী বে'-তে পাঠানো হইল বটে কিন্তু যাহারা কোনরূপে পশ্চাতে থাকিয়া গেল, তাহাদের ভাগ্যেও সমভাবে অত্যাচারই জুটিল। ইংরেজী ও স্কটিশ সাহিত্যে এবং লোক-গাথায় এইসব অত্যাচারের করুণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই জাতীয় প্রাসঙ্গিক উপাখ্যানের একটি হইল, একজন মহিলার একমাত্র যুবক ছেলে তামাসাচ্ছলে ঐসব লোকের মিছিলে যোগদান করে, যাহারা ভূস্বামীদের ও অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে শান্তি-পূর্ণ প্রতিবাদ করিতেছিল। ঐ মিছিলে হাজার হাজার লোকের সাথে তাহাকেও গ্রেফতার করা হয়। কারাগারে অশেষ দুঃখ ও অমানুসিক যন্ত্রণা ভোগের পর তাহাদিগকে গাদা-গাদি করিয়া জাহাজে চড়াইয়া 'বোটানী বে' নামক স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহাদের আত্মীয়-পরিজনরা মাত্র এতটুকু জানিতে পারিলেন যে তাহাদিগকে 'বোটানী বে'-তে পাঠানো হইয়াছে। তাহাদের পরিণতি কি হইবে, তাহারা বাঁচিয়া আছে কি বাঁচিয়া নাই ইত্যাদি ভালমন্দ কোন খবরই জানিতে পারিলেন না, কেননা ইহা এক তরফা পথ ছিল। মনে হয় যে বাতাস ইংল্যাণ্ড হইতে 'বোটানী বে'-র দিকে প্রবাহিত হইত, ইহা আর ইংল্যাণ্ডের দিকে ফিরিয়া যাইত না। তাই ঐ যুবক বন্দীটির কি ঘটিল, তাহা কাহারো জানা নাই। কেবল তাহার মায়ের করুণ কাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটির মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিল। রোগ

হোক বা বৃষ্টি হোক প্রতিদিন তিনি দক্ষিণ-পূর্বদিকে মুখ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, আর আশা করিতেন যে ঐদিক হইতে জাহাজে করিয়া তাহার ছেলে ফিরিবে, কারণ জাহাজই তাহাকে লইয়া এদিকেই গিয়াছে। প্রতিদিন তিনি পুত্রকে অভ্যর্থনা জানাবার প্রস্তুতি নিতেন, কি পরিবেশন করিবেন তাহাও স্থির করিতেন! কিন্তু কেহই আসিত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল কেহই আসিল না। অবশেষে বার্ধক্যের রোগে এবং পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া তিনি অচল হইলেন। ইহা সত্বেও তিনি অপেক্ষায়ই থাকিলেন। তিনি তাহার পরিচারিকার সাহায্যে উঠানে বা বারান্দায় বসিতেন এবং 'বোটানী বে' যে দিকে পড়ে সেই দিকে তাকাইয়া পুত্রের প্রত্যাগমনের আশায় থাকিতেন। এমনি ভাবে তাহার দিন যায়, দিন আসে। মানুষ তাহাকে পাগল বলিত। তিনিও মানুষকে পাগল মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, 'আমার ছেলে যখন ফিরিয়া আসিবে, দেখিতে পারিবে, তাহার মা তাহাকে ভুলে নাই। ইহাতে সে কতইনা খুসী হইবে যে তাহার মা তাহাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভুলে নাই এবং তাহার জন্য প্রতিক্ষারত ছিল।'

আহমদীয়তের ইতিহাসেও আমরা এই ধরণের ঘটনার সন্ধান পাই। তবে দুইয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, আমাদের ক্ষেত্রে এইসব কোরবানী জোর করিয়া বাধ্যতা মূলক ভাবে আদায় করা হয় না। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এই কোরবানী করার জন্য যাহারা নিজেকে পেশ করেন, সেইসব নিবেদিত-প্রাণ ধার্মিক লোকেরাই এই আত্মত্যাগের তৃপ্তি উপভোগ করেন। একটি উদাহরণ দিতেছি। ১৯২২ সনে ইন্দোনেশিয়াতে মৌলানা রহমত আলী সাহেবকে জামাতে আহমদীয়ার পক্ষ হইতে প্রথম মুসলিম মিশনারী হিসাবে পাঠানো হয়। এই কাজের জন্য তিনি নিজেকে পেশ করেন; তাঁহাকে বাধ্য করা হয় নাই। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের খলিফাতুল মসীহ সানী (দ্বিতীয়)-এর হাতে নিজেকে তিনি স্বেচ্ছায় পেশ করেন এবং ধর্মের সেবায় পবিত্র কর্তব্য পালনের জন্য তিনি সবিনয় আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ঐ সময় জামাতের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিলনা। যদিও অতি কষ্টে তাঁহার ইন্দোনেশিয়া গমনের পথ-খরচ যোগানো সম্ভব হইল, তথাপি সম্প্রদায়ের সঙ্গতি ছিলনা যে তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া আনে। তাই বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, অর্থাভাবে তাঁহাকে দেশে আনা সম্ভব হইল না। তাঁহার সন্তানেরা পিতৃহীনের মত বড় হইতে লাগিল। পিতার ভালবাসা ও সান্নিধ্য লাভ হইতে তাহারা বঞ্চিত রহিল। একদিন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র তাহার মাকে বলিল, "মা, আমার স্কুলের অন্যান্য ছাত্ররা তাহাদের পিতার সম্বন্ধে বলা-বলি করে। তাহাদের পিতারাও নাকি বিদেশে যান আর তাহাদের জন্য সুন্দর সুন্দর উপহার লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। আমার পিতা কোথায় গেলেন যে ফিরিয়া আসার কথা একবারও ভাবেন না?" পুত্রের এই প্রশ্ন শুনিয়া মাতার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। তিনি ইন্দোনেশিয়ার দিকে অঙ্গুলি-সাংকেত করিয়া বলিতেন, "পুত্র,

তোমার পিতা এই দিকে গিয়াছেন, মানুষের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (সাঃ) বাণী প্রচার করিবার জন্য। আল্লাহর যখন মর্জি হইবে তিনি তখনই ফিরিয়া আসিবেন।" মায়ের এই উত্তরের মধ্যে নিশ্চয়ই গভীর বেদনা ছিল, কিন্তু অভিযোগ ছিলনা ; অসহায়ত্ব হয়ত ছিল কিন্তু প্রতিবাদের লেশ মাত্র ছিলনা। কেননা এই মহিলাও বেদনা ও আত্মত্যাগের মহিমাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছিলেন। এইভাবে মৌলনা সাহেব একটানা দশ বৎসর ইন্দোনেশিয়ায় কাজ করেন। অতঃপর তাঁহাকে অল্পদিনের ছুটি মঞ্জুর করিয়া প্রথমবারের মত দেশে আনা হয় এবং পুনরায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সব মিলাইয়া তিনি ছাব্বিশটি বৎসরই পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবন কাটাইয়া দেন।

অবশেষে তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া আনার সংকল্প নেওয়া হয়। এই কথা তাঁহার বৃদ্ধা স্ত্রীর কানে পৌঁছিলে, তিনি সম্প্রদায়ের প্রধানের সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া ভক্তি ও বিনয়ের সহিত নিবেদন করেন. 'হে আমার মালিক প্রভু! আমি যখন যুবতী ছিলাম তখন আমি আল্লাহর কাছে সবুর করিয়া ধৈর্য সহকারে দিনাতিপাত করিয়াছি। স্বামীর বিরহ ব্যথা সম্বন্ধে আমার তরফ হইতে একটি নালিশের বাক্যও উচ্চারণ করি নাই। এ অসহায় অবস্থায়ই আমি সন্তানদের লালন-পালন ও শিক্ষাদান সম্পন্ন করিয়াছি। এখন আমি বৃদ্ধা এবং সন্তানরাও বড় হইয়াছে। এখন আমার স্বামীকে দেশে আনিবার প্রয়োজন কি? আমার মনে কেবল একটি মাত্র বাসনা আছে। ঐ একটি অনুগ্রহই আমি হুজুরের নিকট সবিনয়ে চাই। দয়া করিয়া আমার স্বামীকে বিদেশে ইসলাম-প্রচারের পবিত্র কার্যে নিয়োজিত রাখুন যাহাতে তিনি এরূপ কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিতে পারেন, কিংবা শাহাদত বরণ করেন। অন্ততঃ আমি এই কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করিব যে আমার দাম্পত্য জীবনের সব সুখ ত আমি আমার পবিত্র ধর্ম্ম ইসলাম ও ঈমানের জন্য কোরবানী করিয়াছি।"

এই দুইটি উদাহরণের মাঝে আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে। উত্তর পাঞ্জাব হইতে ইন্দোনেশিয়ার দিকে তাকাইলে বোটানী বে-ও একই সরল রেখার বর্দ্ধিতাংশে পড়িবে। দুই উপাখ্যানের দুই মহিলাই একই দিকে তাকাইয়া ছিলেন। কিন্তু এই বাহ্যিক মিল থাকা সত্বেও দুই উপাখ্যানের আত্মিক সামগ্রী সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি 'বোটানী বে' জোর-জবরদস্তি ও অত্যাচারের কাহিনী! আর অপর 'বোটানী বে' হৃদয়-স্পর্শী ও আত্মা-আলোড়ন কারী, সজ্ঞানে মুক্ত চিন্তায় ও স্বেচ্ছায় কোরবানীর রোমাঞ্চকর ঘটনা ও সত্য কাহিনী।

ভিন্ন দেশে বসতি স্থাপনের অন্য একটি অবদানের প্রতি এখন আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উপনিবেশ স্থাপনের ফল আপনাদের দৃষ্টি-গোচর করাইতে চাই। আপনাদের ধারণা করাইতে চাই যে এই ব্যবস্থার ফলে আদিবাসীদের উপর এক নিষ্ঠুর অত্যাচারের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়। অষ্ট্রেলিয়ার ভূমিও সেই অত্যাচারে জর্জরিত হইয়াছিল। আদিবাসীদের প্রতি উপনিবেশবাদীরা কি নিবিচার নিষ্ঠুরতাই না দেখাইয়াছে! অস্ত্রধারী মস্তকছিন্নকারীর দল আদিবাসীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিত এবং বন্য পশুর মত তাহাদিগকে

শিকার করিত। কে কত বেশী মারিতে পারে এই নিয়া দস্তুরমত প্রতিযোগিতা হইত। এই অমানুষিক অত্যাচারের শিকার কোনও যোদ্ধা গোষ্ঠী ছিলনা বরং নিরীহ গো-বেচারী মানুষেরাই ছিল। ঐতিহাসিকরা সাক্ষ্য দিবেন যে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা রক্তপিপাসু, অত্যাচারী, যুদ্ধ-মনোভাবাপন্ন ছিলনা বরং তাহারা ছিল বিনয়ী ও শান্তি-প্রিয়।

আধ্যাত্মিক বিজয়ও অবশ্য এইরূপ অত্যাচার আনয়ন করে। তবে স্পষ্ট পার্থক্য এখানে এই যে ধর্ম্ম-পরায়ণ সত্যিকার যাঁহারা, তাঁহারা কখনও কাহাকেও হত্যা করেন না বরং তাঁহাদিগকেই মারা হয়। পুরাতন ধর্ম্মের অনুসারীরাই তাঁহাদিগকে মারিবার জন্য তাড়া করে। যখন খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম রোম সাম্রাজ্যে বিস্তার লাভ করিতে মাত্র শুরু করিয়াছে, তখন এই খ্রীষ্টানদিগকে বন্য ক্ষুধার্ত পশুদের সম্মুখে তাহাদের ভক্ষ্যরূপে ফেলিয়া দেওয়া হইত। আহমদীয়তের অগ্রগতির ইতিহাসেও গরীব সহায়হীন আহমদীদের উপর এইরূপ অত্যাচরের ঘটনাবলী বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ঘটিতেছে। প্রায় পয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে আমাদের সিঙ্গাপুরস্থিত প্রচারক মৌলানা গোলাম হুসেন আয়াজকে গোঁড়ালোকেরা নির্বিচারে আঘাত করিতে করিতে মৃত প্রায় করিয়া দেয়। তাঁহাকে মৃত ভাবিয়া তাহারা তাঁহাকে একটি পরিত্যক্ত নির্জ্জন রাস্তায় রাখিয়া চলিয়া যায়। রাস্তার কুকুরগুলি আসিয়া তাঁহার রক্ত চাটিতে চাটিতে যখন পরস্পরের প্রতি হুঙ্কার ও চীৎকার করিতে লাগিল তখন তিনি সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন।

অতএব, হে আষ্ট্রেলিয়াবাসীগণ, যদি আমরা দৃঢ় ও কৃতসংকল্প হইয়া সাহসিকতার সহিত আধ্যাত্মিক উপনিবেশ স্থাপন করি; নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও দুঃখ-বরণ, পবিত্র বিনয় ও নম্রতা যদি আমাদের পাথেয় হয়; যদি আমরা এমন হইয়া থাকি যে আমরা নিজের রক্তের দ্বারা পৃথিবীকে রাঙাইয়া তুলি, পরের রক্তে নয় এবং ইহার দ্বারা অনুর্ব্বর মরুভূমিকে পুষ্প-কাননে পরিণত করি; যদি আমাদিগকে এমন দেখিতে পাও যে আমরা হৃদয় জয় করি ও আত্মাকে বশীভূত করি এবং চিন্তায় ও বিশ্বাসে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব আনয়ন করি, তাহা হইলে স্মরণ রাখিও, প্রথম মসজিদ ও মিশন স্থাপনের এই দিনটি নিশ্চয় অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট দিন হইবে। ইহা সেই দিন, যাহার দীপ্তি ও গৌরব সময়ের সাথে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইবে। এই নূতন দিনের উজ্জল আলোর সামনে কেপটেন কুকের অষ্ট্রেলিয়ায় পদার্পনের দিনটি ম্লান ও ম্রিয়মান হইয়া যাইবে। ঐ দিন দূরে নহে যখন অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা দলে দলে আল্লাহর উপাসনার জন্য এই মসজিদে আগমন করিবে এবং সাথে সাথে এই মহান দিনটিকেও স্মরণ করিবে যে, খোদার এক তুচ্ছ বান্দাহ্ অশ্রুসিক্ত নয়নে, হৃদয় নিংড়ানো ভক্তিপূর্ণ দোওয়ার মাধ্যমে এইদিন ইহার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহারা অশ্রু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নামাজের জন্য এই মসজিদে দাঁড়াইবে এবং এই জামাতের এসব নিবেদিত-প্রাণের জন্য দোওয়া করিবে যাহারা ইসলামের প্রথম বিজয়-সঙ্কেত নির্ম্মাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাহারা তখন মনে মনে এই ইচ্ছা পোষণ করিবে, আহা! যদি আমরা ঐ সময়

জন্মিতাম। আহা। অষ্ট্রেলিয়ায় ইসলামের বিজয়ের প্রথম অভিযাত্রীদের মধ্যে যদি গণ্য হইতে পারিতাম।

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়া আমি আমার ভাষণ সমাপ্ত করিতে চাই। প্রায় শতাব্দী কাল পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন :

"হে মানব মণ্ডলী ! মনোযোগের সহিত শোন এবং স্মরণ রাখ যে এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি স্বর্গ-মর্ত্যের সৃষ্টিকারি সর্বশক্তিমান আল্লাহর তরফ হইতে। তিনি তাঁহার এই আপন সম্প্রদায়কে বিশ্বের সকল দেশেই প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তাঁহার অনুগ্রহে, আমার অনুসারীগণ যুক্তি ও দলিল এবং ঐশী নিদর্শনাবলীর দ্বারা সকলের উপর বিজয় লাভ করিবে। সেইদিন আসিতেছে, বস্তুতঃ সেই দিন অতি নিকটবর্ত্তী, যেই দিন বিশ্বের বুকে ইহাই একমাত্র ধর্ম হইবে, যাহাকে সম্মানের সহিত স্মরণ করা হইবে। আল্লাহ এই ধর্ম ইসলামকে এবং এই জামা'তকে অসাধারণ বরকত ও আশিসে ভূষিত করিবেন, যাহা লোকের চোখে অলৌকিক মনে হইবে। যাহারা ইহাকে ধ্বংস করিতে চায়, খোদা তাহাদিগকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন। আর এই বিজয় ও প্রতিপত্তি চিরস্থায়ী হইবে, এমনকি কেয়ামত কাল অবধি বলবৎ থাকিবে। আজ হইতে তৃতীয় শতাব্দী গত হইবার পূর্বেই—কি মুসলিম, কি খৃষ্টান, যাহারা আকাশ হইতে ঈসা ইবনে মরিয়মের অবতরণের অপেক্ষায় আছে, তাহারা নিরাশ ও হতাশ হইয়া এই মিথ্যা বিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে। তখন পৃথিবীতে শুধু একই ধর্ম (ইসলাম) হইবে এবং একই ধর্মনেতা (সাঃ) আমি কেবল বীজ বপন করিতে আসিয়াছি। খোদার অনুগ্রহে আমার হাতে বীজ বোনার কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। এখন ইহা বড় হইবে ও ফলদান করিবে। পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যে ইহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে।" (তাজকেরাতুস শাহাদাতাইন পৃঃ ৬৪-৬৫)

'সকল অস্ত্রই ধ্বংস হইবে। কিন্তু ইসলামের রুহানী অস্ত্র ধ্বংস হইবে না। সকল রণকৌশলই পরাজিত হইবে, কিন্তু ইসলামের স্বর্গীয় পরিকল্পনা কখনও পরাজয় বরণ করিবে না। ইহা কখনও পতিত ও ব্যর্থ হইবে না, বরং সকল অশুভ শক্তিকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।"

(তবলীগে-রেসালৎ খণ্ড ৬, পৃঃ ৮)

ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ : জনাব **মকবুল আহমদ খান**

"আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ।.....
.....আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন্ জয়ঢাক দিয়া আমি বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করিব, 'এই তোমাদের খোদা' এবং আমি কি ঔষধ প্রয়োগ করিব, যাহাতে শ্রবণের জন্য তাহাদিগের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?" —হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত 'আমাদের শিক্ষা' পৃষ্ঠা ১৮

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভরিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্‌ মাওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ইং)